কীটদষ্ট জল

কাজল কানন
কীটদষ্ট জল

প্রকাশনী

কাজল কানন
কীটদষ্ট জল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রকাশক :

স্বত্ব: খোশনে আরা খুশি

প্রচ্ছদ : রাজীব রণন
মূল্য :

KITODOSTO JOL
A poetry book by Kazol Kanon
Cover: Rajib Ranan

যারা আমার ঝুঁকিবহ ক্রমবিকাশ

খোশনে আরা খুশি
মনুয়া মাটি
স্বপ্ন কানন

সূচি

০৯ আমি
১০ খালাসি হবো
১১ বিপুল বাসনা আমার ভেসে যায় দূরে
১২ যে রূপ কাঁদলে ফুটে ওঠে
১৩ পলায়ন
১৪ যা দিতে পারি হাত ভরে
১৫ নর্তকীর কুশপুতুল ভেঙে ভেঙে
১৬ ফকিরি
১৭ রিপুর উৎসব
১৮ ও রে আমার মন
১৯ যাও পাখি বলো তারে
২০ শহরজুড়ে আমি খুঁজি
২১ চলে গেছ দূরে
২২ দাবিপত্র
২৩ হাওয়ার গাড়ি
২৪ অণুধ্যান
২৫ পুরুষপুর
২৬ কবি চন্দন সরকারের খুনে আমার সমর্থন থাক
২৭ পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে

২৯ ঋতু চুরি
৩০ মেঘপত্র
৩১ স্মৃতি-বিস্মৃতির নায়িকাদের
৩২ ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা
৩৩ লোরকা আমার বিছানায় বিড়াল পাঠাতো
৩৪ বিনাশী চাঁদের আলো ডেকে যায়
৩৫ বাংলাদেশ ২০১৪
৩৬ মন্দিরা
৩৭ সনাতন বটতলা
৩৮ বিশ্বায়ন
৩৯ কী সন্ধানে যাবো আমি
৪০ আয়না ০১
৪১ আয়না ০২
৪২ আয়না ০৩
৪৩ বিপ্লব ও বিছানা
৪৪ প্রাণগাছের পাতা ঝরেও পড়ে না
৪৫ যতির কাছে হেরে যায় গতি
৪৬ শীতমাসে
৪৭ আত্মরূপ
৪৮ বানপ্রস্থ

আমি

মাতৃস্তনের ঘোর প্রকরণে
যেদিন দিশা হারালাম
সেদিন থেকে এ শহর আমার অচেনা

বহুজাতিক অধিকারে গেছে
জাম-জামরুলের ডাল
পাখির হাহাকারে পুড়ছে বাতাস
শস্যভাণ্ডার যাদের হাতে
তারা কেউ বলেনি— এদিকে আস

খালাসি হবো

পথের কাছেই থাকলো অনুরাগের রক্ত
পায়ে পায়ে জড়ানো হাটবাজার
সময়ের গহ্বরে গন্তব্যের ছাই হয়ে গেছে
মানুষের অধিমৌনতা ভেঙে
পৌঁছেনি ভাবের দেয়ালি
পরম নির্লিপ্ততার কাছে হেরে গেছে
জ্ঞান ও জ্ঞানীর অভিলাষ।
রাতজাগা বিমনা ঘুঘুটি
আসন্ন দিনের দাবিপত্রসহ বাঁশঝাড়ে
ঘুমিয়ে পড়া কাক
যন্ত্র পার্বণের মোহরে
পৌঁছানোর আগেই আমাকে ছেড়ে
যেতে হবে এইটুকু পথ
সখা বিধুরে জ্যোৎস্নার মাঠে
ঘুরতে ঘুরতে আমি
এক অনন্য খালাসি হবো

বিপুল বাসনা আমার ভেসে যায় দূরে

দাঁড়াও আমি আসছি
তখনো জীবন চুষে নিচ্ছে কোনো মূল্যতত্ত্ব
একরত্তির অন্ধকারের জন্য বসে আছে কেউ
তাকে জানাতে হবে– আমি বীরপুত্র নই
তবুও আসছি
আজকে মাঠে মাঠে বিপুল ফসল
যৌবনের ভেতর নসু ফকিরের তাবিজ
এক চুলও নড়াতে পারবে না আমাকে
পরিত্যক্ত বাড়ির উঠান থেকে
এখন সন্ধ্যা মূলত মুখে মুখে মুনাফার তালা

দাঁড়াও আমি আসছি
একটা তাড়া খাওয়া বাগডাশ এদিক-ওদিক ছুটছে
একটা নতুন টাকার সঙ্গে আরেকটা নতুন টাকা
সেলাই করে করে গড়ে উঠছে মনিবের মঠ
তাতে তোমার জন্য কোনো গৌরব রাখা হবে না
যদি পারো সব ধরনের বস্ত্র ত্যাগ করো
তারপর উঠে বসো টিনের চালে
প্রেসের লোকেরা তোমাকে সম্প্রচার করবে
তুমি তখন শয়তান উগড়ে দেবে টিনের চালে বসে

যে রূপ কাঁদলে ফুটে ওঠে

বিস্তর রূপে রসে জেগে উঠছে চারদিক
বর্ষার ছোঁয়ায় প্রতিটি উদ্ভিদ অন্তঃসত্ত্বা
বৃষ্টির ধুম নৃত্যে থরো থরো জারুল বন
হারানো নাম মনে করিয়ে দিতেই
এক থাল মুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে যায় কেউ
কাঁপা গলায় উচ্চারণ করি গেরস্ত কন্যার নাম
যা হবার তা হয়ে যায় স্মৃতির তোয়াক্কা করে না
এর নাম দুপুর, ওর নাম সন্ধ্যা; তার নাম ছিল কী!
এখানে কারো জন্যে কেউ বসে থাকে না
মুখের রেখা শুধু বদলে যায় ধূর্ত কামনায়
তাই নিয়মমাফিক বর্ষায় আমি
সেঁজুতিদের চালের দিকে তাকাই
বৃষ্টি থেমে গেলে আর কোনো স্বপ্নই আমাকে
পথ দেখাতে পারে না

পলায়ন

বীজের ভেতর ফসলের সংজ্ঞা হয়ে শুয়ে দেখেছি
অন্ধকার দূরের জিনিস নয়
যেভাবে ভুল ফুটে ওঠে ব্যক্তির চার দেয়ালে
সেভাবেও দেখেছি নির্জন ছাড়া রিপুমুক্তি নেই
তুমি চাইলে একবার টিনের তলোয়ার নিয়ে
নামতে পারি সকলের বিরুদ্ধে
তারপরও একটি মুদ্রা উঠবে না নাওয়ে
ফাটা বেলুনের মতো হাওয়া পালিয়ে গেলে
দেহটা চুপসে যেতেই পরম-অপরম, মহাপরম
নোটিশ তুলে নেবে তোমার মহাল থেকে
তারপরও কেউ বুঝতে চাইবে না— মানুষ
পালাতে পারে তার দেহ নশ্বর করে দিয়ে!

যা দিতে পারি হাত ভরে

তোমার জন্য রেখেছি শীর্ষ দুঃখের রেণু
একদিন এখানে একেকটি স্বতন্ত্র গ্রাম হবে
সবাই ফিরে গেলে, সব তারা নিভে গেলে
ওরা তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে মাঠে।

এরপর শুরু আমার ক্ষতগুলো দেখা
সোনার দানার মতো প্রতিটি আলাদা, মন্ময়;
একেকটি প্রসবে সাত হাজার বছর লেগেছে
অন্ধকার বনের ভেতর ধরাশায়ী উদ্ভিদে
আমি অস্পষ্ট মানুষ কিংবা মানুষের সবটা
দেখেছি— তুমি আরো তীব্রভাবে দেখবে
আর আমাকে ঢেকে দেবে সুতর্কের আগুনে
বেঁচে যাবো আমি নিরীশ্বর ধাতব কামনায়

নর্তকীর কুশপুতুল ভেঙে ভেঙে

এবার তুমি কী করে ছাড়ো ঘর
ছায়ায় জড়িয়েছ কায়া
হস্তে মজুদ ধূসর বর্ণ দিনের ছবি
এখন তোমার আরো আগুন চাই
চাই দহনের প্রকৌশল
যৌবনজুড়ে একটা নারীস্বত্ব নেচে গেল
মুদ্রায়নের তাড়ায়।
সেই নর্তকীদের কুশপুতুল ভেঙে ভেঙে
পৌষের মাঠে ফলেছ তুমি
ঈশ্বরের ঐতিহ্যে হানা দেয়া দুর্বৃত্ত

ফকিরি

নিয়ে চলো মুর্শিদের চরণ-সায়রে
সন্তরণ আর অঙ্গে মাখাবো তারে
পৌঁছে দিও সেই সাধনপুর
প্রেমের ভোমরা যেখানে দেহরতন
তারে শোনাও
ঝরাপাতা ও বৃক্ষের ভেদ
কলা ও কামনায় পরম তরিকা
একের মধ্যে অন্যে লীন
তারপর জগতের ছাই উড়িয়ে
হাজির হবো ভাবের মাহফিলে

রিপুর উৎসব

ভাঙতে ভাঙতে হারিয়েছে মহাজনের ভূমি
হলো না আপন ইচ্ছায় রোপিত কায়ার বন
ভাবের টিকিটে বহু দূর ঘুরে এসে
ঘটে গেছে আত্মোচ্ছেদ
বস্তুবিজ্ঞানের সাঁড়াশি চঞ্চলতায়
দিশাহীন রাতের ময়দানে জ্বলছে ইচ্ছাবাতি
গুনেছ অনেক চান-তারা আলোর কণা
শুনেছ হারানো দুপুরের কঙ্কালে কঙ্কালে
মানুষ ও মানুষের অমরতা একসঙ্গে খেলে
তার ওপর বেড়ে ওঠে মৃত্যুর অঙ্কুর
আর মোহময় অরুণোদয়ে
ভবের বাতাস মাতিয়ে ঘটে রিপুর উৎসব

ও রে আমার মন

দা দিয়ে শীত কাটলে
কাটা যাবে না তোমার মৃত্যুঘড়ি
তারপরও তুমি চিত্তের আগুনে পুড়বে
পৌষের শোভিত দিগ্বলয়

দা দিয়ে সামরিক বাহিনীর রেশন কাটলে
তোমার যকৃতে বসা রাষ্ট্র
সকল শালিক বিক্রি করে দেবে দেশদ্রোহী মুদ্রায়
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বন্দুক

দা দিয়ে তোমার চোখ ফালি ফালি করলে
ক্রন্দনের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না
তার অনেক আগেই তুমি সরকারি বিজ্ঞপ্তির মতো
রক্তহীন পঠন হয়ে গেছ
আর ঘটনা ঘটে গেছে তোমার অন্তর-সায়রে

যাও পাখি বলো তারে

মহানাগরিক দৃশ্যাবলি,
আমি শীতের গ্রাম থেকে তোমাদের বলছি।
আগেও কুয়াশার মাঠ দেখেছি
আবার কয়েক বছর পর নতুন করে দেখছি
তাৎপর্য লিখে পাঠাবো তোমাদের, আচমকা।

বিকালের মাঠ– কামিজে কমলার রঙ
মাঠে মনের, এই বলেই শেষ করা যেতো
যদি সকলেই হতবুদ্ধি হতো
আরো বলি, মেয়েটির পাখি জোড়া
অসহিষ্ণু, চমকপ্রদ, বাদামি ঠোঁট
তার মন-মনের প্রকারই প্রতিপাদ্য হোক

উড়ছে রঙের জাদু, নড়ছে বিস্ময়ের পাখি
ও পাখি বসো ঠোঁটে; অতল, লাগামহীন
একটা উড়াল দেবো তোমার অনর্থক বনে

শহরজুড়ে আমি খুঁজি

খসে পড়ছে মনস্তাপ
দুরন্ত ঘাড়ের ওপরে
উড়ছে ঘুণের গুঁড়া
হয়ে যাচ্ছ প্রদোষ
শূন্যের মতো প্রসন্ন
ফুঁ দিয়ে মিলিয়ে যাও
প্রাণকোষ অধীর করে
তুমি আসো তালুবন্দি
অন্ধকার মহোদয়
যেন পার হওয়া ছেলেবেলা
জাদুময়, ভূমির বাকলে
শহরজুড়ে আমি খুঁজি
লৌহময়, স্তিমিত পরশ্রী
আলোর মতো

চলে গেছ দূরে

কার টানে ভাঙলো সাধুর অনূঢ়
পর পর হেসে উঠলো করমচা পাতা
গ্রীষ্ম-বর্ষার সন্ধিবৃষ্টি বলতে পারে না
এভাবে ফুরিয়ে গেলে নাম থেকে যায়
রক্তের গোপন ডিজিটে
ওহ গণিকা, তোমার পরশ দাও
না হয় ভেঙে ফেল নিয়তির ধুন্ধুমার
চন্দ্রভজা রাতের ইশারায় থেমে গেছে শহর
আমি তার শেষ ইচ্ছায় ভেজা হাট
সবুজ বাতির নিচে থাকতে ভালোবাসি
স্মৃতিচূর্ণ দেহ খুলে ধরতে চাই তোমারে
যদিও তুমি থাকো আমারই ওপারে

দাবিপত্র

যে মুখগুলো আমি প্রতিদিন দেখতে চাই না
তাদের নামের তালিকা ঝুলিয়ে দিতে চাই
সিটি করপোরেশনের প্রধান সড়কে
এ অপারগতা থেকে জন্ম নেয় নিঃসঙ্গ উদ্ভিদ
এ অপারগতা থেকে জন্ম নেয় দ্রোহী

যার আধগ্লাস জল পান করেছিলাম ভুলে
তার সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না ভেবে
সাধারণ টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়েছি লাইনে

একদিন কারো কারো ভালোবাসায় বেঁচেছি
এ জন্য কিছু দুর্লভ বৃক্ষ তাদের নামে চাই

অসীম নির্জন রূপে পৌঁছার আগে দাবিসমূহ
হাওয়ায় রচিত থাক ক্রন্দনের মতো

হাওয়ার গাড়ি

সবাই বলবে, হঠাৎ লোকটা
হাওয়া হয়ে গেল!
হাওয়া হয়েই এসেছিলাম
এ কথা বলবে না কেউ

আত্মবিলোপের সুরে, ডেকেছি তাদের
সেই দুপুর, সন্ধ্যাবেলার উঠোনে
আমার খতনা উৎসবে
যে নারীরা গেয়েছিল যৌথগীত

এরপর হাওয়ায় লেখা আত্মজীবনী
পুড়তে পুড়তে এগিয়েছি নঞর্থকে

অণুধ্যান

রাত-দিন খুঁটে খাই মৃত্যুর মহিমা
এদিক-ওদিক করে দেখাই
একচোখা ভুবনে দুই চোখা আমি

গড়িয়ে পড়ি কুমারী যোনিতে
বীজতলার ফাটল থেকে উদ্বোধন
দগ্ধ দুটি হাতে মৃত্যু গজিয়ে ওঠে
কিছুতেই ফিরে যেতে পারি না জঠরে
পারলে আবার অন্ধকার হয়ে
জন্মাতাম দু'চার হাজার বছর আগে

যদিও আমার আত্মা ছড়িয়ে গেছে
ধর্ষকের শিশ্ন আর সভ্যতার গুজবে

পুরুষপুর

নৃ-নদীর বিপরীত কূলে
পৌঁছতে গেলে আমার কান্না পেয়েছিল
চোখ মুছে আরো সামনে যেতে চাইলে
আমার দৃষ্টি মুছে যেতো
এভাবে আমার অন্ধকার দেখা শুরু

ওই কূলের মন-জটিলতায়
মাথা ঘুরতে থাকলে
আত্মপুরে ডুব দিয়ে আনি নির্জন
এরপর মুখ-চোখে লেপ্টে দিলে
উদ্ভিদের সুগন্ধ পাই

তখনো তাকে আলিঙ্গনে
গেলে বুকে বিদ্ধ হয়
সংশয় মেশানো গরম নিঃশ্বাস
এভাবে বুঝতে পারি, আমাদের মধ্যে
প্রকৃত তফাত

কবি চন্দন সরকারের খুনে আমার সমর্থন থাক

নদীতে পাওয়া গেলো কবির লাশ
কবি যদি নদীতেই খুন হলেন
তাহলে আমার সমর্থন থাক
কেননা কবি ও নদী অভিন্ন বহতা
চলে গেলেও ফিরে ফিরে আসে

এ শহরে আমরা যারা কবিকে ভুলে যাবো কিংবা
ভুল বানানে লিখবো তার স্মরণ সভার আমন্ত্রণ
স্মৃতি খণ্ডের আগুনে ঝলসানো বুক নিয়ে বাড়ি
ফিরতে ফিরতে হয়তো নদীটির কথাই মনে পড়বে
রাষ্ট্রীয় দড়ির সামরিক গেঁরোর পরও
যে নদী তলিয়ে যেতে দেয়নি কবির লাশ

পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে

০১

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘূর্ণি হাওয়ার চিত্রসখা
হৃদয়ের পথ ধরে নেমে আসে
জনপদ নেচে ওঠে তোমার চোখে
বৃক্ষলতায় জড়িয়ে নির্জন বোধ, জীবন থমকে
থাকার আয়োজনে মেনে নিয়েছ তারে
দিগন্ত থেকে মেঘ উড়ে যায় দূর পাহাড়ে
যেখানে মৌন আছে শতাব্দীর আগুন
পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে
তার দুঃখের পেখম ছড়িয়ে দিন-রাত্রি
যেন শ্রমের অশ্রুবিন্দু আর আগ্নেয় বিরতি।

০২

চূড়া প্রার্থী আমরা ক'জন
মেঘের আলিঙ্গনে রতিপ্রাপ্ত হই
আসমানের নিচে দেখা কালনিরবধি
চোলাই মদে মাখা ব্যক্তিগত বিস্ময়ের নদ
নক্ষত্রে পাঠায় চিঠি– নির্লিপ্ত অন্ধকারে
প্রসারিত বাসনার আলো
গুহামুখে দাঁড়িয়ে দেখেছি ঈশ্বরের ফসিল!
আহ, কী পরম!
নরম ফলের মতো বধূ
প্রতি পদক্ষেপে ঝরে রাতের নিনাদ

০৩

জুমিয়া আকুতির মাঝে এক খণ্ড মেঘ নাচে
মেঘ তার রতিমোহ নিয়ে চূড়ায় চূড়ায় দোলে
ধরে রাখে, চুমো খায় শৃঙ্গারের তুফান ওঠে।
একটু একটু করে খোলে তার মন্দ্র মায়া
এমন কামরূপ পত্রে পত্রে লতানো চারধার
কে জানে পাহাড়ে পাহাড়ে কত শৃঙ্গার!

০৪

উড়ো মেঘের আড়ালে দীপ্তমুখ সবুজ মহাল
সহস্রাব্দের গুঞ্জন লুকিয়ে তার প্রতিভার মধু
ছড়ায় রাতের আভায়
তখন বিহ্বল চারপাশ তরঙ্গিত পাখির ঠোঁটে
ছিন্নলতা কেবল মহাকালের যাতনা লুকায়
চারদিকে যারা ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থী
বহু মধুমুহূর্তে প্রার্থনায় ডুবিয়েছে অঞ্জলি
তাদের সংশয়ী বুকের ভেতর উঁকি দেয়
এই সবুজ শীত রাতের পাতা-পত্তর
দ্রুত মৌনতা ভাঙে গড়গড়ানো জলের শব্দে
শীতল জলের ধারা বুকে লাগে, ঘুম আসে আর
বিস্ময় জাগে– কার হাতে কে নির্মাণ ভবে!

০৫

রাতমন্থনে বগা লেকে নামে জ্যোৎস্নার ডাকঘর
যাদের ঠিকানা বদলায় আর বদলে যায় মতান্তে
তাদের সহস্র চিঠির বাণী ঘুরে এই রূপালি স্রোতে
সেই উত্তেজনাও লিপিবদ্ধ এই জ্যোৎস্নার মদে
যতিহীন জীবনধারায় যতদূর বোধনের পদাবলি
কোনো কোনো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত নাম
পাহাড়ের ঢালে ঢেলে দিই স্মৃতির বৈয়াম।

০৬

পাসিং পাড়ায় মেঘ নামায় মুরঙনারী
থরে-বিথরে তার নির্জন ঘোর
ছড়িয়ে দেয় শরীরী বনায়ন
যার দাপুটে স্তনের খাঁজে পথ হারিয়েছি
চন্দ্রভেজা রাতে
কেওক্রাডং চুম্বন করে ফেরার কালে
ঝরে যাওয়া সব ব্যক্তিগত মরা পাতা
তুলে নেয় পাতা কুড়ানি ইতিহাস
জাদু পাই রোমানাপাড়া হাতছানি দিলে
ব্যক্ত হই সুতন্ত্র বনের বৈভবে।

ঋতু চুরি

০১.
হেমন্তেই লিখেছিলাম শীতের কবিতা
কিছুক্ষণ পরই তুমি শীতল হবে জেনে
কলুর বলদের মতো ঘুরেছি ঋতুচক্র
শেষ পর্যন্ত বলদও হইনি
হয়ে গেছি স্কুলের ঘন্টি
আইতে এক বাড়ি যাইতে এক বাড়ি
কওছাইন হেমন্ত পুরুষ নাকি নারী?

০২.
বাতাসে আতর ছড়িয়ে কে যাও হে
আমি কুয়ায় পড়েছিলাম
আর শিউলী পড়েছিল
আরিচপুর প্রাইমারি স্কুলে
স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি
তার প্রথম ঋতু চুরি করি

মেঘপত্র

শরতের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই
দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাকেই
ভরপুর রোদে ইতস্তত মেঘের অলক্ষে
সম্ভাষণের চাবুক এসে পড়েছিলো বক্ষে
বলেছিলাম আয় আয় যৌবনের গান গাই
তারপর কুহক ভেঙে দেখি কেউ নাই
উঠানে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে শূন্যমূর্তি
তাকে নিয়েই বালকবেলায় সে কী ফূর্তি!
কাশবনে ফেলে এসেছি কালো মেয়ের প্রীতি
তখনো জানতাম না বিরহের চুক্তিই স্মৃতি
শরতের ইতস্তত সেই আসমান থেকে
কে যেনো মাঝে-মধ্যে মেঘপত্র লেখে

স্মৃতি-বিস্মৃতির নায়িকাদের

আমার সন্তানের মা
এর চেয়ে বড় হেরিটেজ দেখি না
একান্ত উদ্বেলে গড়া অঙ্গনা
তোমাদের মতো না

উতরে যেতে পারো শত রঙ্গ
ঘটিয়েও দিতে পারো স্বপ্নভঙ্গ
তবুও তোমরা হাটের আবিল
অপেক্ষায় থাকো পরিচ্ছন্নতা কর্মীর

ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা

জমে উঠেছো ভিড়, নতুন কোনো দূরত্বে
দাঁড়িয়ে আছি একা;
পরমভাবের সঙ্গে মিশে অশ্রুবিন্দু হয়েছে চরাচর
সেইখানে বেঁধেছো ঘর
ঘুমবালিশে লেগে থাকা ছুরিখোলা রাত
তোমার জন্মজাত সখা
অপলক চোখের সামনে
ধূলি উড়িয়ে যারা উৎসবে গেছে
তাদের কল্যাণে কেঁপে উঠেছে পাথর দুইচোখ
জীবনের দুই বোন একা আর একা
শক্ত করে বাঁধো ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা

লোরকা আমার বিছানায় বিড়াল পাঠাতো

লোরকা প্রায়ই ছাইরঙা বিড়াল পাঠাতো
আমার বিছানায় ওম দিতে
আর আমিও ছিলাম তখন অবিবাহিত
এভাবে শীতের রাতে
প্রথম লোরকা পড়ি
এছাড়া আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সখ্যে
বলার মতো তেমন তাৎপর্য নেই
মাঝে মধ্যে লোরকা বিদ্ধ করে
আমার সাধারণ নির্জনতা—

উল্টে-পাল্টে সংসার একাকার করে
ফিরে আসি আপন আর্দ্রতায়
এরপর তাকে খুন করে চলি অন্তরে
আর রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ে চোখে
তখনই ঘটে যায় রক্তাক্ত দৃষ্টিপাত

লোরকা পড়া এমনই নিরন্তর মহড়া

বিনাশী চাঁদের আলো ডেকে যায়

ও মনের মাঝিরে তুই পারিস যদি ছেড়ে যা
মনাগুনে পুড়ে পুড়ে তোর ছায়া তুই খা

এক ঢিলে তিন পাখি এই নিয়ে কিছু লিখি
কিছু একটা হয় না, হাতভরা নকল সিকি

আমাতে যে বসত করে, সময় মাগে দিন ভিখারি
ঘুমের মধ্যে পালিয়ে আসে রাতের কিরণ মুরঙনারী

ভবে আমার দেহতরী মহাজনের বন্দরে
পরমাগুন আহার করে মরা রিপুর অন্দরে

ওরে ভোলা দিন ফুরালি আত্মরূপের তালাশে
যাবার আগে জানিয়ে দিস মনমহলে কে আসে

বাংলাদেশ ২০১৪

আমার কৃষ্ণকলের ভেতর হাহাকারের পাখি
রাতের ঋতু ঝরায়
দিনের যোনিতেও টনটনে ব্যথা
মাকে বলি, অমিত জল ঢালো
মা আমার আঙরার মতো পুড়তে থাকে
আমি দৃশ্য দেখার জন্য দুটি দস্তার চোখ পাই
এরপর আগুনে মানুষের চর্বি পুড়তে দেখি
জয় বাংলা, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ—
তেড়ে আসে স্খলিত পোড়া মাংসের দিকে
তবুও আমি চোখ বন্ধ করি না
মাথার পচন হয়, চোখেরও হয়
তারপর গজিয়ে ওঠে রক্তাক্ত উদ্ভিদ!

মন্দিরা

বহু চেষ্টায় মুছে ফেললাম
তোমার শীতকলঙ্ক মাহফিল
এপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম
ওপাড়ে আমি দৃশ্যমান

কী করে যে কেটে গেল
মানুষ ধরার কালচে ঘোর!
এখন আমি শূন্যমহলে
একটি করে মালা গাঁথি
চারদিক থেকে ছুটে আসে
মনহরনিয়া মন্দিরা

এখন তারে কেউ বাজায় না

সনাতন বটতলা

এই সনাতন বটতলার মরমি ছায়া
কোনোদিন বিলুপ্ত হলে
মুর্শিদের পিঠে সওয়ার হয়ে স্মৃতি বিতরণ করবো
এই আলের মধ্যে বসে আমি
লতা-ঘাসের সঙ্গে মিলিত হবো
আর প্রচুর ডিম পেড়ে ভরে দেবো
পুঁজিতন্ত্রের গোলাঘর
যারা পশ্চিমে গেছে, তাদের বলেছি যাও
যারা পুবে গেছে তাদের বলেছি যাও
যারা কোথাও যায়নি তাদের কিছুই বলিনি
কেবলই যারা নিজের কাছে যাও তাদের বলি– থামো
ওরা আমাকে হত্যার পর আত্মা বিক্রি করে দেবে পুঁজিবাজারে
কারণ আমি কারো কাছেই যেতে চাই না
এ সনাতন বটতলা ছেড়ে
এখানেই আমার মুর্শিদের স্বপ্নডুবি ঘটেছিল

বিশ্বায়ন

আসি আসি করে যে নারী আসতে পারে না
তার মর্জিভরা ভ্রমর আমাকে তাড়ায়
মহাজনের লীলায় তারাবাতির মতো ফুটি
গতর পোড়ে, চোরাজ্বর পেছন ছাড়ে না;
আমি বিপদনালির ভেতর দিয়ে আসি-যাই
উঠানে চুল ছড়ায়ে দাঁড়ায় বিলকিস
আমি তার হাওয়াধরা পানি দেখতে পাই
পশ্চিমের মেঘে ঘষে ঘষে রংধনু হয়ে যায়

তখন চোখ মুছতে মুছতে হাতের রেখাও মুছে ফেলি
আমার আর ভবিষ্যৎ জানার কোনো উপায়ই থাকে না

কী সন্ধানে যাবো আমি

আমার চঞ্চুতে ভরা বিষবিবিহারা
যেদিকে রসের ফুলতলা পাই
ঢেলে দেবে সবটাই

তুমি ছায়াঘন একরত্তির সই
আমি তোষকের নিচে ক্ষুধার্ত উড়ুশ
সংশয়ের ধাতুতে বাঁধা আমার পুরুষ
তিল ধারণের ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই

ভুবনে আমি গঙ্গাপাগল মাওলানা
গোসল বিনা স্নানের জল নেবো না
তাই কই– ওলো মাগী
চ্যাগাইয়া সন্ধ্যা আইতাছে
চল, সব লাশ গুনতে অইবো
নইলে কবরের ভাগ পাওয়া যাইবো না

আয়না ০১

খর্বাকৃতির মানুষটা গলায় আটকে পড়া কাঁটার
মতো অস্বস্তি উদ্রেককারী
সভ্য এ নগরে তার আগমন— বেদনার পাঠ্যসূচিতে বোবা মহড়া।
কোন এক চোঙা দিয়ে আলোকিত এ সভ্যতায় ঢুকে পড়ে সে!
তারপর অবিরল অনেকের বিবমিষার কারণ।
অন্ধকারপ্রিয় অদ্ভুত ঘোরাশ্রয়ী এ প্রাণী
কুকুরের জিভের মতো পথে-ঘাটে লক লক করে
তার বেমক্কা উপস্থিতি বায়ুমণ্ডলে ছড়ায় খাটাশের গন্ধ
মূলত আরো নানাবিধ নীচ, নিকৃষ্ট কারণে
এ মূর্খ শান্তির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অকথ্য
অনেকেরই ঠিকানা বদল হয়— এ নষ্ট, দুরন্ত শয়তান
কী এক অন্তর্গত বলে বলীয়ান— তার যেন মৃত্যুও নেই!
এক থাল পঁচা মাংসের মতো ছড়িয়ে দেয় শ্বাসরোধী হাওয়া
তার ছায়া— অহিতকর
তার আকার— দৃষ্টিকটু
তার বর্ণ— অরুচিকর
এ অকর্মার ঢেঁকি যখন নগরে প্রবেশ করে
নিশ্চয়ই ঈশ্বর অন্যমনস্ক ছিলেন
যার সুযোগে উদ্ভট গন্ধযুক্ত এ প্রকল্পের সূচনা

তার মৃত্যু দিনে আমরা কেউ যাবো না

আয়না ০২

তোমাদের তীব্র নখর আকাঙ্ক্ষার
রুটি হয়ে আমি ভালোই করেছি
কেমন ঘ্রাণহীন আমার দেহ
পোকায় খাওয়া গজবের মতো
এক থাল অনুতপ্ত মাংস

আমি একদিন হারিয়ে গিয়ে
ভালোই করবো
তোমরা ঠোঁট টিপে নিজেদের
ক্ষমা করতে পারবে
এতে পৃথিবীর কিছুটা ভার কমবে

তোমাদের বন্ধু না হয়ে ভালোই হলো
কাঁদতে কাঁদতে পাশ নিয়ে হেঁটে যাবো
তোমরা কোনো প্রশ্ন করবে না——

কান্না থেমে যাবে এই ভয়ে

আয়না ০৩

আমি কি পারি ঘুমিয়ে গান শুনতে!
কিন্তু তোমরা যে বলো আমি সব পারি

শৈশবে ধুলি উড়িয়েছি বলেই কি
আমার হাত কাঁপে না কোনো কিছুতে!

এটুকু জেনেই তোমরা দূরে সরে থাকলে
আর আমি, প্রেমিকার স্তন কেটে নিয়ে
†ek¨vevwoi w`‡K hvw”Q

বিপ্লব ও বিছানা

আমরা যারা গিলেছিলাম একঢোক জলঘোলা
শেষ পর্যন্ত সবারই বিছানা হলো
বিছানা-বদলও হলো কারো কারো
শুধু মধ্যবর্তী সময় পাশবালিশে নখ-দন্তের মহড়া
তুমুল মানবিক বিক্রিয়ায় স্মৃতি হারিয়ে
তৈরি হয়েছে ভ্রাতৃঘাতী বীজতলা
'ব্যক্তিগত বিছানাগ্রহী বিপ্লববিরোধী' বলে
একান্ত দুঃখটুকুও নিলামে তুলেছো কেউ কেউ
তোমাদের তাম্র-চিত্তের মরাপানি সাঁতরিয়ে
তীরে উঠেছে মনোরম শ্রেণিযাতনা
এরপর নাগরিক প্রকৌশলে পল্টি দেয়া মুখ-মহিমা
মুদ্রার ছত্রাকে ঢেকে
ঘরে-ঘরে তৈরি করেছে আত্মা ঝুলিয়ে রাখার হুক।
মনোহর বিছানার টানে তোমরা যারা ছেড়েছো বিপ্লব
এই শহরের পথে আর উড়ুচ্ছো না ধূলো
তোমাদের জন্যও আমার বুকে একটি করে উদ্ভিদ হোক

প্রাণগাছের পাতা ঝরেও পড়ে না

(লাকী, আমি কিন্তু টাকার মতো সম্পর্কও খরচ করে ফেলি!)

পাখিরা তাদের জন্ম তারিখ কোথায় লিখে
বৃষ্টিরা কার কাছে বলে মনের ভেদ
আমরাই বা কেন ভুলতে পারি না তাদের
যারা তিল তিল করে ভেঙে গেছে জল!
নিজের মাংসের ভেতরে জেগে থাকা ভ্রম
নির্জনতা পেলে কেঁদে ওঠে
তুমি হয়তো দিনের গভীরে লুকিয়ে
দেখতে পাও কিংবা বানাও বর্ষার বাবুই
তোমার জন্য আমার কোনো অভিবাদন নেই
একটি সাদা হৃদয়ের কাছে পুরনো খেলা—
যা আমরা শুরু করেছিলাম ভুল করে
যার তুখোড় পাথর থেকে অনেক রক্ত গেছে ঝরে
পাখি-বৃষ্টির কুশলে...

যতির কাছে হেরে যায় গতি

মহিমা ছড়িয়ে বনে ফিরে গেছে কাঁটা
রক্তও ঝরবে না চিরকাল
কী এক শূন্যতা ঘুরে ঘুরে বাতাসে
ছড়ায় ফোঁটা ফোঁটা ঘোর
অনেক নির্জনে দমের ভেতর দয়াল
রূপক নয়, ভ্রম নয় অহেতু ভাবের মাহফিল।
সঙ্গমে সঙ্গমে আকার হারায় দেহ
মরমে ফুটে ওঠে পরম উল্লাস
তার স্মৃতির নিমজ্জনে অরূপ
যখন যতির কাছে হেরে যায় গতি
যাত্রাশিল্পী মহিম বলেন—
আপন উঠানে হাল দিলে শূন্যতা পালায়
শূন্যতা হারালে মানুষ হয়ে যায় হাটবাজার

শীতমাসে

শীতমাসে কোনো কথা দেবো না
নিগার সুলতানা, ফাহমিদা খালা
উভয়ে ছড়িয়ে যাবো সমান কামনা
শুনবো বিচিত্র টিলার গুনগুন
সকালে ডালে, বিকেলে পাতায়
অন্য ঘাটে অন্য জলে
স্নানের আদিম বাসনা
গড়িয়ে যাবে রূপসী আবর্তনে।
শীতমাসে কোনো কথা দেবো না
পাথর ছেড়ে পাথরে যাবো
ইঙ্গিতে পেলেই
ছেড়ে দেবো হাতের বিশ্বস্ত মুঠি

আত্মরূপ

আয়না দেখার সময় জীবনটাই
দেখে ফেলছিলাম
তারই বয়ান দিয়ে গেলাম
কীটদষ্ট জলে
আর তোমাকে বলেছিলাম—
জীবনটাই নকল দেখছ
বেশি বেশি আয়না দেখার ফলে

বানপ্রস্থ

উৎসে না উৎসবে যাবো তোমাকে বলা হয়নি
দশরথের বর নিয়ে বনবাস যাই যদি সীতা-কামনাসহ
এই আলোকসজ্জার পৃথিবী
আমাকে দেখবে আগের মতোই বিচূর্ণ যন্ত্রজটে

অথবা মন্ত্রঘোর প্রদোষে বসে ফুরিয়ে আয়ুর ট্রাক
জপতে থাকি যদি নির্জন পরিধি
বিপরীত যাদু এসে তছনছ করবে প্রাণের সম্মেলক
তখনো আমার নাগরিক উৎকণ্ঠায় সুবর্ণ কম্পন হবে!

শুধু নিখুঁত-নিথর ভেদ করে পৌঁছুবে না এই অস্থির স্বর
যখন ভাঙবে আমার গতি ও যতির দূতিয়ালি
বুকে বসবে মহামোহের বানপ্রস্থ
উৎসবের অন্ধ তীরন্দাজ উৎসে ছুঁড়বে নির্বাক কোকিল